এম.পি.
প্রোডাকসন্স লিঃ
নষ্ট
নীড়

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড নিবেদিত

নষ্ট নীড়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **পশুপতি চট্টোপাধ্যায়**

গীতিকার : **শৈলেন রায়** : : সুর : **রবীন চট্টোপাধ্যায়**

কাহিনী : শশিশেখর শর্ম্মা

চিত্রশিল্পী : সুশান্ত মৈত্র — ব্যবস্থাপক : তারক পাল

শব্দযন্ত্রী : সুনীল ঘোষ — রূপসজ্জা : বসির আমেদ

সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী — কর্ম্মসচিব : বিমল ঘোষ

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : প্রতুল ঘোষ, সুনীল গাঙ্গুলী — ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ পাল, বীরেন হালদার

সঙ্গীতে : উমাপতি শীল

চিত্রশিল্পে : বৈদ্যনাথ বসাক, অমল দাস — আলোক-নিয়ন্ত্রণ : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রঃ, শম্ভু ঘোষ, নন্দ মল্লিক,

শব্দযন্ত্রে : ঋদ্ধি ভট্টাচার্য্য, ধীরেন কুণ্ডু

সম্পাদনায় : পঞ্চানন চন্দ্র, রঞ্জিৎ রায়, লালমোহন মুখার্জ্জী

রমেন ঘোষ — রূপ-সজ্জা : মুন্সী, রমেশ দে

দৃশ্য-সজ্জা : গোবিন্দ ঘোষ, জগবন্ধু সাউ, যোগেশ পাল, অমল বেরা

রূপায়ণে **সুনন্দা দেবী**

করবী গুপ্তা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, পুষ্প দেবী,
রমা দেবী, নন্দিনী, মীনা দেবী
কমল মিত্র, উত্তমকুমার, গৌতম মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ,
তপনকুমার, ধীরাজ দাস, নির্ম্মল রায়

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত

পরিবেশন : **ডি ল্যুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ**

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : কলিকাতা-১৩

কাহিনী

নারী বিহঙ্গ—নীড় পিয়াসিনী।

একটি সাধের নীড় রচনা করিয়া তাহাতেই আত্মসমাহিত থাকিবার স্বপ্ন দেখে।

সীতারও এ স্বপ্ন ছিলো আর সব মেয়ের মতোই। কিন্তু যেদিন বিমাতার প্ররোচনায় পিতা এক অশীতিপর বৃদ্ধের হাতে তাকে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন—সেদিন তার সে রঙীন স্বপ্নে লাগিল রূঢ় আঘাত।

ভাগ্যকে ফাঁকি দিতে সে গোপনে করিল গৃহত্যাগ। কিন্তু সংসার-অনভিজ্ঞা সরলা যে অরুণদার উপরে নির্ভর করিয়াছিল সে তাকে কলিকাতার এক কুখ্যাত পল্লীতে বিরজা মাসীর বাড়ীতে লইয়া তুলিল।

বিরজার কাছে তার আসন্ন ভাগ্যের কথা শুনিয়া শিহরিয়া সীতা তার পা জড়াইয়া বলিল—মা, আমি তোমার মেয়ের মতো, আমাকে বাঁচাও!

কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে হইল না। অরুণের লালসা-কলুষ স্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সীতা তাকে এমন আঘাত করিয়া বসিল যে অরুণের একটি চোখ জন্মের মতো নষ্ট হইয়া গেলো। বিরজারা সাধারণতঃ থানা-পুলিশ পছন্দ করে না—তাই সেদিন সে সহজেই সে নরক হইতে নিস্কৃতি পাইল।

ক্ষুদ্র এ ইতিহাস। কিন্তু সীতার স্বচ্ছ-ললাটে তাহাই যে কলঙ্কের টীকা আঁকিয়া দিল—তাহার সারা জীবনের চোখের জলেও তাহা উঠিল না।

আবার পথ। অচেনা, বন্ধুর। ভাগ্য-দেবতার বিচিত্র খেয়ালে সে-পথে তা'র চোখে পড়িল একটি মণিব্যাগ। সেইটুকুই অবলম্বন করিয়া সেদিন সে যাঁর বাড়ীতে আশ্রয় পাইল তিনি অকৃতদার ইন্দ্রজিত রায়, ধনী ব্যবসায়ী। তাঁর প্রাসাদতুল্য ভবনে স্বার্থান্বেষীর ভিড় প্রচুর, কিন্তু দেখিবার লোক কেহ ছিল না। সীতার নারীহৃদয়ে জাগে অনুকম্পা, তার ব্যবহারে সেটুকু ফুটিয়া ওঠে। ইন্দ্রজিত মুগ্ধ হন।

অনুকূল ক্ষেত্রে অনুরাগ আসিতে দেরী হয় না। তাই ইন্দ্রজিত একদিন শুধু অন্তরের পরিচয়েই তাকে পত্নীরূপে বরণ করিলেন।

প্রণয়, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি। যথাসময়ে একটি পুত্র-সন্তানও সীতার কোলে আসিল। সীতার সংসারের কাছে আর চাহিবার কিছু রহিল না। সেদিন কে জানিত এ সবই মরীচিকা মাত্র!

অরুণ তার পরাজয়ের কথা ভোলে নাই। সহসা সে পাইল সীতার সৌভাগ্যের সন্ধান। ইন্দ্রজিতের কাছে বিষোদ্গার করিতে দেরী হইল না। সে বিষের ফলে ইন্দ্রজিত বিনা কৈফিয়তে সীতাকে আবার পথে বিসর্জ্জন দিলেন।

সেদিন তাকে পথ হইতে কুড়াইয়া লইল বিরজা। সে এক পরিবর্ত্তিতা বিরজা—সীতার একদিনকার মাতৃসম্বোধন তাকে পাপ-পঙ্ক হইতে তুলিয়া দিয়াছিল নূতন প্রতিষ্ঠা। সে ইন্দ্রজিতকে সীতার নিষ্কলঙ্কতার কথা জানাইতে চাহিল। কিন্তু স্বামীর প্রতি নিদারুণ অভিমানে সীতা বাধা দিল।

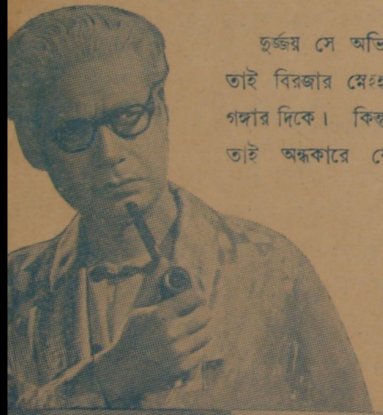

দুর্জ্জয় সে অভিমান তার জীবনের স্বাদ হরণ করিয়াছিল। তাই বিরজার স্নেহহস্ত এড়াইয়া সে রাত্রের অন্ধকারে পা বাড়াইল গঙ্গার দিকে। কিন্তু ভাগ্যের চরম প্রতিশোধ তখনো বাকী ছিল। তাই অন্ধকারে কোথা হইতে এক শিশুর ক্রন্দন তার পা জড়াইয়া ধরিল। পরিত্যক্ত এক ফুটফুটে মেয়ে। সীতার সদ্যজাগ্রত মাতৃ-হৃদয় দুলিয়া উঠিল। সে তাকে বুকে তুলিয়া লইল।

পরের শিশু, ভঙ্গুর অবলম্বন। তবু তাকে লইয়াই বাঁচিবার সাধ। সে তার নাম রাখিল কল্পনা!

সাত বৎসর পরে যখন সুদূর এলাহাবাদ হইতে অনুসন্ধানসূত্রে মিঃ ও মিসেস মজুমদার আসিয়া তাঁহাদের হারানিধিকে দাবী করিলেন কল্পনাকে তখন তার অঙ্কচ্যুত করা সহজ নহে। তাই সীতাকে কল্পনার সঙ্গেই যাইতে হইল।

দীর্ঘ পনেরো বৎসর কাটিয়া গেলো এলাহাবাদে মিঃ ও মিসেস মজুমদারের আশ্রয়ে কল্পনাকে লইয়া—চির-বিচ্ছিন্ন স্বামী-পুত্রের জন্য গোপনে চোখের জল ফেলিয়া ও তাদের মঙ্গলকামনা করিয়া।

ভাগ্যও এ দীর্ঘ দিনে তাহার চরম প্রতিশোধের আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে তাহার অজ্ঞাতে। সে আঘাত আসিল অতর্কিতে। নিষ্ঠুরতম, ক্রূরতম আঘাত।

কল্পনা তখন পূর্ণ যৌবনা। মিঃ মজুমদারের কারখানার নবনিযুক্ত বিলাত ফেরত তরুণ ইঞ্জিনীয়ার মনোজিত রায়ের সঙ্গে তার বিবাহ। মনোজিতের পিতা প্রবাসে থাকেন—পত্রযোগে বিবাহে মত দিয়া পুত্র-পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন লিখিয়াছেন। বিবাহের পর কল্পনা নূতন সংসার করিতে যাইবে। সীতাকেও যাইতে হইবে তাহার ঘর গুছাইয়া দিতে। সেদিন সীতার চোখে হাসি অশ্রুর বিচিত্র সমারোহ।

সে জানিত না সেদিন ভাগ্য তাকে তার ভ্রষ্ট নীড়ের চকিত মরীচিকা দেখাইয়া সংসারে মুখ লুকাইবার জায়গা টুকুও রাখিবে না

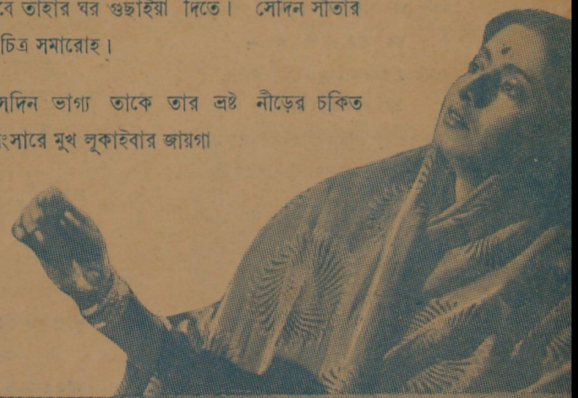

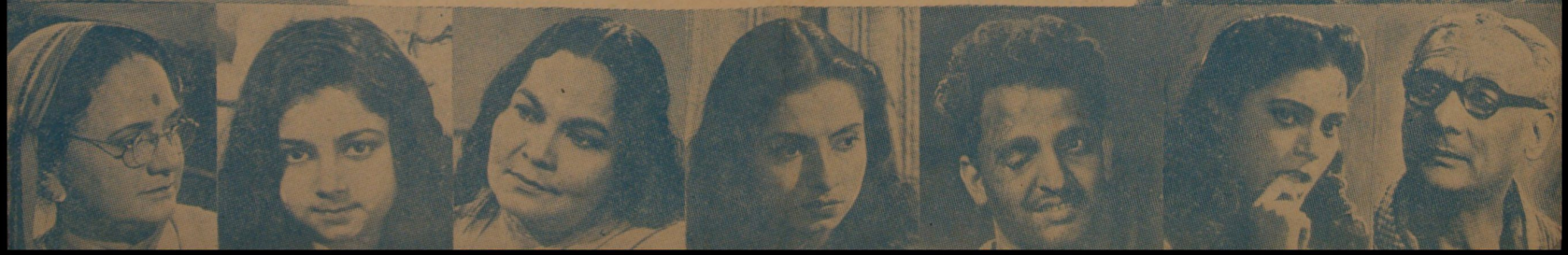

সঙ্গীতাংশ

(এক)

আঁখি মেলি চাও গো, মালাখানি দাও গো
মন আজি মন শুধু চায়—
এ নাচের লহরায় বিজুরী যে চমকায়,
প্রাণ বলে প্রাণ রাখা দায়।
ফাগুনের ফুল সে তো চিরদিন ফোটে না,
ফুরালে ফুলের মধু ভ্রমর তো জোটে না—
এ যে গোলাপের দিন—ধর বাঁশী,
বাঁধো বীণ্—
ঢালো সুধা ঢালো পিয়ালায়।

(দুই)

কেন বাঁকা ভুরুর ধনুর টানে
ছড়াও ফুলবাণ—
ঐ আঁখিতে লাগলে আঁখি
রয় না প্রাণে প্রাণ।
নয়ন জলে গাহন করি
সাধ হয়েছে ডুবেই মরি—
চোখের নেশায় মাতাল হয়ে
গাই যে চোখের গান।
ঐ নয়নের তৃষায় কাঁদে
চাতক পাখীর দল—
আবার পতঙ্গেরি পোড়ায় পাখা
চোখেরি অনল।
একটু আঁখির প্রসাদ পেলে
জীবন করি দান॥

(তিন)

ঘুম ঘুম ঘুম—
রাত হোলো নিঝ্ঝুম।
খোকার চোখে ঘুমের ছিটে,
খোকার হাসি বড্ড মিঠে।
ঝিমিয়ে আসে সাঁঝের বায়—
খোকার ঘুমের মরসুম।
খোকার দু'চোখ ঢুলুঢুলে
গাল দুটি লাল তুলতুলে
ঠোঁট দুটি লাল টুক্‌টুক্
রাঙ্গা পলাশ কিংশুক—
স্বপন পরী আয় রে
ছড়িয়ে ঘুমের কুমকুম্।
হাওয়ায় কাঁপে সাঁঝের দীপ
চাঁদ কপালে চাঁদের টিপ্,
চাঁদ মামা কি খাজনা চাও
খোকার গালে চুমু দাও—
ঘুমের ফুল দোলে রে—
আজ নেমেছে ঘুমের ধুম॥
আজ নেমেছে ঘুমের ঢল
মায়ের হাসি চোখের জল
খোকার বালাই ধুইয়ে দিক—
গায়ের ধুলা মুছিয়ে নিক!
ঘুম সোহাগে ছায় রে··
খোকার চোখে মায়ের চুম—
ঘুম ঘুম ঘুম!

(চার)

চুপ চুপ চুপ চুপ—
বেড়ালটা হিংসুক
বাটি ভরা ছিল দুধ খেয়ে গেল চুকচুক!
লাঠি মেরে ল্যাজ কেটে
পুষিটারে ছেড়ে দাও—
ম্যাঁও ম্যাঁও ম্যাঁও!
শেয়ালটা চুপিসারে ধরে বুঝি হাঁসটারে
কুকুরটা জেগে উঠে করল কি
জানো কেউ?
ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।
শিং নেড়ে আস তেড়ে
ওরে রাম ছাগলা—
বিদকুটে বোকা হাঁদা—হলি কিরে পাগলা!
বুদ্ধি কি নেই তোর আরে ছ্যা ছ্যা—
এ হেন বসন্তে কেন কর ব্যা ব্যা।
উঁয়া উঁয়া কোরো নাকো
মার কোলে যাও রে
চুমুভরা মার মুখ কত চুমু চাও রে।
ঝিক্ ঝিক্ ঝক্ ঝক্ হুশহাস ধায় রে—
রেলগাড়ি ছুটে চলে কোন দেশে যায় রে--
কত দূরে যায় রে॥

(পাঁচ)

(কোন) মায়া মৃগ ধরা দিতে চায় গো
মনের গহন বনছায়—
কেমনে বাঁধিব তারে জানি না
হিয়া যে ধরিতে তবু চায়।
চকিতে সে দুটি চোখে চাহিতে
হৃদয় চাহিল যেন গাহিতে—
পরাণ ভরিয়া গেল মধু পিয়াসায়।
তারে ভুলিতে চাহিলে ভোলা যায় না—
মনে রাখিতে ভরসা মন পায় না।
তবু এ হৃদয় হায় হায় গো
বারে বারে তারে শুধু চায় গো—
স্বপনে কে যেন প্রাণে বাসর সাজায়॥

(ছয়)

যদি ছোঁওয়া লাগে মনে কোনো শুভক্ষণে
মন বাতায়ন খুলে রাখি,
পরাণ মানে না—সে তো মানে না—
(হায়) আঁখি প্রাণে বাঁধে রাখী।
দূরে গেলে রহে হিয়া জুড়ে
(হায়) কাছে পেলে সুখে ব্যথা ঝরে
ভালবাসা কারে বলে জানি না,
সুখ বেদনারে নিয়ে জাগি।
কেন কালো কাজল আঁখি জলে
হাসির কমল কলি বোলে—
অভিমানে ভাঙ্গা অনুরাগ রাঙ্গা
পরাণ কী কথা যায় ব'লে॥

বালক প্রতিভা

নীরেন ভট্টাচার্য্যের

রূপায়ণে প্রাণবন্ত

সৌরীন মুখার্জ্জীর জনপ্রিয় চরিত্র সৃষ্টি

অপরাপর অংশে :

শোভা সেন, যমুনা সিংহ
জহর, পরেশ, শুভেন, প্রভা

আসন্ন এম, পি, নিবেদন !

এম, পি, প্রোডাকসন্স লিমিটেড (৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ (১এ, টেগোর ক্যাশল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) হইতে মুদ্রিত।